সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪০

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪০

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

(১৮২২—১৮৯১)

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র ১৩৫০

মূল্য চার আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।১ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

৩.২—২৮।৩।১৯৪৪

জন্ম : বংশ-পরিচয়

কলিকাতা, শুঁড়ায় এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত কুলীন কায়স্থ-কুলে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—জনমেজয় মিত্র। জনমেজয় ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং একাধিক পুস্তক বাংলায় রচনা করিয়া গিয়াছেন।*

রাজেন্দ্রলালের জন্ম-তারিখ লইয়া গোল আছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪ তাঁহার জন্ম-তারিখ বলিয়া প্রচলিত,† কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই তারিখ ভুল। তাঁহার জন্ম-তারিখ যে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২, এ-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রাজেন্দ্রলালের একখানি নোট-বই রক্ষিত আছে, তাহাতে তিনি তাঁহার জন্ম-তারিখ এই ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন :—

* জনমেজয়ের প্রকাশিত এই তিনখানি পুস্তক আমরা দেখিয়াছি :—(১) নারদ পুরাণোক্ত অষ্টাদশ মহা পুরাণীয় অনুক্রমণিকা (১৭৭৭ শক), (২) মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতানুক্রমণিকা (২য় সং. ১৭৮১ শক); (৩) সংগীত রসার্ণব (১৭৮২ শক)। এই পুস্তকগুলির বিস্তৃত বিবরণ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১ম সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত আমার "কবি পীতাম্বর মিত্র ও জনমেজয় মিত্র" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

† ১২৯৮ সালের ভাদ্র-সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে প্রকাশিত "রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জীবনী" প্রবন্ধে (পৃ. ৫৪৪) রাজেন্দ্রলাল কর্তৃক ১৭ জানুয়ারি ১৮৭৫ তারিখে স্বীয় রোজনামচায় লিখিত নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে :—

> "আমার বয়স যত বিবেচিত হয়, তাহা অপেক্ষা আমি এক বৎসরের ছোট। জন্ম-পত্রিকায় ১৭৪৩।১০।৫।৬।৫২।৩০ লিখিত আছে, ইহাতেই বুঝি, ১৭৪৩ শকের ৬ই ফাল্গুন (ইহা ভুল, ৫ই ফাল্গুন হইবে।) শনিবার ৬ দণ্ড, ৫২ পল, ৩০ অনুপল, তিথি দশমী কৃষ্ণপক্ষ। ইহাতে আমার বয়স এখন ৫৩ বৎসর হয়। ইহার

শ্রীযুক্ত বাবু জনমেজয় মিত্রস্য তৃতীয় পুত্র শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৪৩ শকীয় ১২২৮ ফালগুন সৌরস্য ষষ্ঠ দিবস শনিবাসরে কৃষ্ণপক্ষে দশমী তিথিতে বেলা ৩০ অনুপলাধিক ষষ্ঠ দণ্ড ৫২ পল সময়ে ইং ১৮২২ সালে ফিবরেওারি মাসস্য যোডস দিবসে ৮ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে ভূমিষ্ঠ হয়।—

ছাত্র-জীবন

শৈশব ও ছাত্র-জীবনের কথা রাজেন্দ্রলাল তাঁহার নোট-বইয়ে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেনঃ—

১২৩৩ সালেব মাঘ মাসে বঙ্গভাষা শিখিতে আরব্ধ করি।— শ্রীর মিত্র।

১২৩৫ সালে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ নন্দীর নিকট ইংরাজি পাঠ করিতে আরব্ধ করি।—শ্রীর মিত্র।

১২৩৮ সালে [পাথুরিয়াঘাটাস্থ] শ্রীযুক্ত ক্ষেমচন্দ্র বসুর স্কুলে (ইংরাজি বিদ্যালয়) যাই।—

১২৪০ সালে উক্ত স্কুল ত্যাগ করি।

প্রকৃত পাঠ কিন্তু এইরূপই হইবে, ১৭৪৩ শকের পর ১০ মাস ৫ দিন, ৬ দণ্ড ৫২ পল এবং ১ পলের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১৭৪৪ শকের ১১ মাসের ৬ষ্ঠ দিন। "প্রিন্সেপ টেবিলে"র অনুসারে ইংরাজি বৎসর হইবে, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ ১৫ই ফেব্রুয়ারি রবিবার। আগামী মাসের ১৪ই তারিখ আমার ৫২ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে।

রাজেন্দ্রলাল গণনায় ভুল করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ ১৭৪৪ শকের ফাল্গুন মাসকে "ইং ১৮২৩ না ধরিয়া ইং ১৮২৪" ধরিয়াছেন। আবার, ১৮২৩ বা ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি "কৃষ্ণাদশমী শনিবার" হয় না,—হয় "শুক্লা-পঞ্চমী শনিবার" ও "পূর্ণিমা রবিবার"। এই কারণে তাঁহার নোট-বইয়ে প্রদত্ত জন্ম-তারিখ—১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

> ১২৪১ সালে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসাকের [হিন্দু ফ্রি] স্কুলে যাই এক দুই বৎসর পরে ত্যাগ করি। ১২৪৩ সালে প্লীহা আদি রোগ ভোগ করি।
>
> ১২৪৪ সালে ইং ১৮৩৭ সালে ৩ ডিসেম্বর দিবস মেডিকেল কালেজে যাই এবং ইং ১৮৪১ সালের মে মাসস্থ ১২ দিবসে কালেজস্থ প্রধান সাহেবদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে উক্ত কালেজ ত্যাগ করি॥—শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র

রাজেন্দ্রলাল মেডিক্যাল কলেজের এক জন কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ :—

> After a careful examination the Examiners were of opinion, that the five following students whose names are written in the order of their merit, deserved the Prizes.
>
> Satcowree Dutt
> Rajender Mittre
> ... ...

মেডিক্যাল কলেজ ছাড়িয়া রাজেন্দ্রলাল অল্প দিন আইন পড়িয়াছিলেন। শেষে তিনি একাগ্রচিত্তে ভাষানুশীলনে রত হন। ফার্সী তিনি ভালই জানিতেন, ক্রমে সংস্কৃত, হিন্দী ও উর্দ্দুতেও পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

বিবাহ

মেডিক্যাল কলেজে পঠদ্দশায় রাজেন্দ্রলাল কলিকাতা নিমতলার দত্ত-পরিবারে বিবাহ করেন। এই বিবাহ সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত নোট-বইয়ে তিনি লিখিয়াছেন :—

> ১২৪৬ সালের শ্রাবণ মাসস্থ, ২১ দিবসে রাত্র দুই প্রহর একটার পর শ্রীযুক্ত বাবু ধর্ম্মদাস দত্তজর তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনীকে বিবাহ করি।—শ্রীর মিত্র

১২৫১ সালের ১৫ ভাদ্র ইং ১৮৪৪ সালের ৩০ আগষ্ট রাত্র ২। প্রহর সময়ে অস্মদ্যোহিনী পরলোকপ্রাপ্তা হয়।—শ্রীর মিত্র

১২৫১ সালের ১ অগ্রহায়ণ রাত্র ৮টার সময় আমার প্রথমা কন্যা মৃত্যুমুখে পতিতা হয়।—শ্রীর. মিত্র

আনুমানিক ৩৮ বৎসর বয়সে রাজেন্দ্রলাল দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন। পাত্রী—ভবানীপুর-নিবাসী কালীধন সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা ভুবনমোহিনী। ইঁহার গর্ভে রাজেন্দ্রলালের দুই পুত্র—রমেন্দ্রলাল ও মহেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন।

চাকুরী-জীবন

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নবেম্বর রাজেন্দ্রলাল মাসিক ১০০৲ বেতনে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী ও গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ৪ নবেম্বর ১৮৪৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

> The Committees recommend that *Baboo Rajender Mittro* be appointed *Librarian* and *Assistant Secretary*, on a salary of 100 Rs. per mensem. The appointment to be on trial for six months ; that the Librarian be required to attend in the Library from 10 to 4 daily, Hindu Holidays included ; and that in his capacity of *Assistant Secretary* he correct all proofs, and prepare all routine letters for the Secretary's office.

এশিয়াটিক সোসাইটিতে কার্য্যকালে রাজেন্দ্রলাল বহু প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসিলেন। সোসাইটির বিপুল গ্রন্থ-সংগ্রহ তাঁহার জ্ঞানার্জনের সম্যক্ সহায় হইল। অধ্যয়ন অনুশীলনে ক্রমেই তিনি পণ্ডিত-সমাজে পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে দশ বৎসর কর্ম্ম করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ সোসাইটির জর্নালে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত প্রথম প্রবন্ধ, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি-সংখ্যা জর্নালে প্রকাশিত—

Inscription from the Vijaya Mandir, Udayapur, &c. (Vol. xvii, pt. i. 68-72.)

ইহা ছাড়া, সোসাইটিতে কার্য্যকালে তিনি কোন কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনেও হস্তক্ষেপ করেন। এগুলি সোসাইটির Bibliotheca Indica গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। তিনি সর্ব্বপ্রথম যে গ্রন্থ সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন, তাহা কামন্দক-কৃত নীতিসার। এই প্রসঙ্গে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ নবেম্বর তারিখে সোসাইটির সম্পাদককে তিনি যে পত্র লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

To The Secretary, Asiatic Society.

Sir,—I beg leave to bring to the notice of the Asiatic Society a rare and interesting manuscript lately received from Capt. Kittoe, and respectfully suggest, if it shall meet with the approbation of the Oriental Section, to publish it in the 'Bibliotheca Indica.'

The work is entitled the "*Polity of Kamandaki*" (কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্র) and was composed about the end of the fourth century before Christ, by a disciple of the celebrated minister—Vishnugupta. It treats of the duties of man as a member of society; of the principles and form of civil government as prevalent amongst the Hindus; of the rights and privileges of kings and ministers: of the art of fortification; of the principles of military tactices;—in short, of all the branches of political science, which engaged the attention of Hindu statesmen at the time of Chandragupta. It is perhaps the only work of its kind that is known to exist, and considered with reference to the state of

civilization in India about the time of Alexander's expedition, possesses a strong claim upon the attention of the Society.

It comprises twenty chapters, which together with an English version, and notes, would occupy about 120 pages of the Oriental Journal.

I am, Sir
Asiatic Society, 1st Nov. 1846. Your obedient Servant,
RAJENDRALAL MITTRA.*

রাজেন্দ্রলাল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটিতে কার্য্য করিয়াছিলেন। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সোসাইটির অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

Chairman announced to the meeting that Babu Rajendralal Mittra had notified to the Council his resignation from the 1st proximo of the office of Assistant Secretary and Librarian to the Society, and after paying a high compliment to the industry and the ability of that valuable officer,......

এই অধিবেশনেই রাজেন্দ্রলাল যথারীতি সোসাইটির সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হন। তিনি পরবর্ত্তী জুন মাসে সোসাইটির কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় অ্যাক্ট ২৬ পাস হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য—'কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে নাবালক জমিদারগণের শিক্ষার উন্নততর ব্যবস্থা।' সাক্ষাৎভাবে একজন বিশ্বস্ত সরকারী কর্ম্মচারীর পরিচালনায় ৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের নাবালকদিগকে একটি স্বতন্ত্র বাটীতে একত্র রাখিয়া উপযুক্ত শিক্ষাদানের

* *Journal of the Asiatic Society* for Dec. 1848, p. 700-1.

ব্যবস্থা হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলিকাতায় ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন খোলা হয়।* রাজেন্দ্রলাল মাসিক তিন শত টাকা বেতনে ইহার ডিরেক্টর বা পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন উঠিয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে রাজেন্দ্রলালও মাসিক ৫০০৲ পেনসনে অবসর গ্রহণ করেন।

সাময়িক-পত্র পরিচালন

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'

১৭৬৫ শকের ১লা ভাদ্র (১৬ আগষ্ট ১৮৪৩) তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র-স্বরূপ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর জ্ঞান প্রচারই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের চেষ্টায় ইহাতে ধর্ম্ম-বিষয় ছাড়া সাহিত্য, বিজ্ঞান ও পুরাতত্ত্বাদিও আলোচিত হইতে আরম্ভ হয়। রাজেন্দ্রলাল পত্রিকার প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনী সভা বা পেপার কমিটির পাঁচ জন সভ্য বা গ্রন্থাধ্যক্ষের অন্যতম ছিলেন। "সভার নিয়ম ছিল যে, কি গ্রন্থ-সম্পাদক, কি গ্রন্থাধ্যক্ষ, কি অপর কোনও ব্যক্তি কেহ যদ্যপি পত্রিকায় প্রকটিত করিবার অভিলাষে কোনও প্রবন্ধ রচনা করেন, প্রবন্ধ নির্ব্বাচনী সভার অধিকাংশ সভ্য কর্ত্তৃক অগ্রে তাহা মনোনীত ও আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইলে তবে পত্রিকাস্থ হইবে।"†

---

* চিৎপুরে রাজা নরসিংহের বাগানে প্রথমে ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন স্থাপিত হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইহা মাণিকতলা আপার সার্কুলার রোডে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

† নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস: 'অক্ষয়-চরিত', পৃ. ১৯-২৫।

"গ্রন্থাধ্যক্ষ"দের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজ-নারায়ণ বসু প্রভৃতি ছিলেন। ১৭৭০ ও ১৭৭২ শকে রাজেন্দ্রলাল যে প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনী সভার সভ্য ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ভার্ণাকিউলার লিটারেচর কমিটি বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল—"to publish translations of such works as are not included in the design of the Tract of Christian Knowledge Socicties on the one hand, or of the School Book and Asiatic Societies on the other, and likewise to provide a sound and useful Vernacular Domestic Literature for Bengal."* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, হজ্‌সন্ প্র্যাট্, সীটনকার, পাদরি লং ও রবিন্সন-প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এই সমাজের সহিত যুক্ত ছিলেন।

রাজেন্দ্রলালও এই সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে, রাজেন্দ্রলালের সম্পাদকত্বে, ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে (কার্ত্তিক ১২৫৮) বিলাতী 'পেনি ম্যাগাজিনে'র

---

* Long's *Returns*...(1859), p. liv.

মৌলিক রচনার জন্যও বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ দুই শত টাকার কয়েকটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ও ভাষানুবাদক-সমাজের সহ-সম্পাদক মধুসূদন মুখোপাধ্যায় 'সুশীলার উপাখ্যান' রচনা করিয়া এই পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। (*Ibid.*, p. xix.)

আদর্শে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' নামে একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়।* বাংলায় প্রকৃত পক্ষে ইহাই প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' প্রচারের উদ্দেশ্য, এবং তাহাতে কি ধরণের বিষয় স্থান পাইত, ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিলেই তাহা জানা যাইবে :—

> পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা শিল্প সাহিত্যাদিদ্যোতক মাসিক পত্র। —বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে উপরোক্ত নামক এক নূতন মাসিক পত্র আগামি আশ্বিন মাসাবধি প্রকটিত হইবেক। যাহাতে বঙ্গদেশস্থ জনগণের জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এমং সৎ ও আনন্দ-জনক প্রস্তাব সকল প্রচার করা উক্ত সমাজের মুখ্য কল্প, এবং ইংরাজী ভাষায় 'পেনি মেগজিন নামক পত্রের অনুবর্ত্তিত এতৎপত্রে তদভিপ্রায় সিদ্ধ্যর্থে অবিরত সম্যক্ চেষ্টা করা যাইবেক। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের পাঠযোগ্য করণার্থে উক্ত পত্র অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক, এবং তত্রত্য প্রস্তাবিত বস্তু সকলের বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে তাহাতে নানাবিধ ছবি থাকিবেক। এই পত্রের প্রতি সংখ্যার পরিমাণ ১৬ পৃষ্ঠা, এবং ইহার বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ নিরূপণ করা গিয়াছে,...। শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র। বিবিধার্থ সংগ্রহ সম্পাদক। শুঁড়া ২ শ্রাবণ, শকাব্দাঃ ১৭৭৩।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা ছিল। "পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য-দ্রব্যের উৎপাদন, নীতি-গর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচন, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায়" ইহার কলেবর

---

* পত্রিকা প্রকাশের জন্য রাজেন্দ্রলাল বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের নিকট হইতে মাসিক ৮০৲ সাহায্য পাইতেন।—(*Ibid.*, p. lv.)

পূর্ণ হইত। শৈশবে রবীন্দ্রনাথকে ইহা মুগ্ধ করিয়াছিল; তিনি 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিক পত্র বাহির করিতেন। তাহারি বাঁধানো এক ভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুসি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড় চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোষের উপর চীৎ হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।

এই ধরণের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন?...সর্ব্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না। (পৃ. ৮১-৮২)

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' ৭ম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রথম ছয় পর্ব্ব সম্পাদন করেন—রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ৭ম পর্ব্বের (বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১৭৮৩ শক) সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন সিংহ। কিন্তু কাগজখানি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। রাজেন্দ্রলাল-সম্পাদিত বিভিন্ন পর্ব্বের প্রকাশকাল দিতেছি :—

১ম পর্ব্ব ১৭৭৩ শক, কার্ত্তিক—১৭৭৪ শক, আশ্বিন।
২য় পর্ব্ব ১৭৭৪ শক, পৌষ—১৭৭৫ শক, অগ্রহায়ণ।
৩য় পর্ব্ব ১৭৭৫ শক, চৈত্র—১৭৭৬ শক, ফাল্গুন।
৪র্থ পর্ব্ব ১৭৭৯ শক, বৈশাখ—চৈত্র।
৫ম পর্ব্ব ১৭৮০ শক, বৈশাখ—চৈত্র।
৬ষ্ঠ পর্ব্ব ১৭৮১ শক, বৈশাখ—চৈত্র।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' রাজেন্দ্রলালের বহু রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল; তাহার কিছু কিছু পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'ই মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্য—'তিলোত্তমাসম্ভবে'র প্রথম সর্গ প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার পুস্তক-সমালোচনায় একটা বৈশিষ্ট্য ছিল; এগুলি পাঠ করিলে সম্পাদকের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। নিদর্শন-স্বরূপ 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' হইতে একটি সমালোচনা উদ্ধৃত করিতেছি:—

> জনসমাজের মঙ্গল সাধনই গ্রন্থ-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য; কি কবি, কি দার্শনিক, কি বিজ্ঞানশাস্ত্রবেত্তা, কি ইতিহাসলেখক, কি অঙ্কশাস্ত্রকার—সকলেই সেই একমাত্র লক্ষ্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আপন২ আয়াস সাধন করিয়া থাকেন, কেহই অন্যের প্রতীক্ষা করেন না। ইতোমধ্যে কবিদিগের উদ্দেশ্য এই যে কাব্যামৃতদ্বারা জন-সমাজের তৃপ্তি-সাধন করেন; পরন্তু সকল কবি তাহাতেই তৎপর নহেন; অনেকে দুরাচার দমনার্থে সাবক্ষেপ-বাক্যদ্বারা নানাবিধ ব্যঙ্গ্যকাব্য রচনা করিয়া থাকেন। তাহাতে পাঠকদিগের প্রমোদ ও দুষ্টের দমন উভয়ই এককালে উপলব্ধ হয়। ইহা আশু বোধ হইতে পারে যে যাহারা সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরলোকে জলাঞ্জলি দিয়া দুষ্কর্ম্মে নিযুক্ত তাহারা কবির ব্যঞ্জনায় নিরস্ত হইবে ইহা সম্ভাব্য নহে; পরন্তু রাজবারা দেশ-প্রসিদ্ধ চাঁদ কবি কহিয়া গিয়াছেন যে "শত্রুর করবালাপেক্ষা কবির বাক্যশেল সহস্রগুণ তীক্ষ্ণ।" যাহারা ভূমণ্ডলের সকল সম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়াছে তাহারাও কাব্যে শ্লেষিত হইতে ভয়ার্ত্ত হয়। কবিদিগের গৌরবের এই এক প্রধান কারণ; এই নিমিত্তই অনেকে দুষ্কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের প্রশংসা প্রার্থনা করে। দেশে কোন দুরাচারের প্রাদুর্ভাব হইলে তাহার দমনার্থে ব্যঙ্গোক্তি কাব্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র বলিয়া গণ্য; তাহাতে সত্বর ইষ্টাপত্তি হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত উদারস্বভাব সহৃদয়

মহাশয়েরাও দোষোপহাসকভাষণে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরন্তু সকলেই যে এই অস্ত্রের ব্যবহারে তুল্য পারগ হন এমত নহে। গাণ্ডীবাদি বিখ্যাত অস্ত্রের ন্যায় ইহার ব্যবহারার্থে বিশেষ বলের সাপেক্ষ করে; তদভাবে ইহা সৎফলপ্রদ হয় না।

যদিচ কবিভিন্ন এই অস্ত্রের ব্যবহার অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য পরন্তু কবিদিগের হস্তে ইহা সর্ব্বদাই পদ্যরূপে প্রকটিত হয় এমত নহে, কখন গদ্যে ও কখন বা পদ্যে ইহার বিকাশ দেখা যায়। অপর ইহার সম্যক্ ফললাভের নিমিত্ত অনেকে ইহাকে নাটকরূপে পরিণত করত তাহার অভিনয়ে দুরাত্মাদিগের বিশেষ তিরস্কার করিয়া থাকেন। সর্ব্বকালেই এরূপ রচনার প্রচার আছে। ইহার আদর্শস্বরূপ আমরা হাস্যার্ণব নামক প্রহসনের উল্লেখ করিতে পারি। তাহাতে নাটকছলে কামপরবশ মূর্খ রাজা, লোভী মন্ত্রী, অজ্ঞান চিকিৎসক, ভীরু সেনানী প্রভৃতি জঘন্য অকর্ম্মণ্য রাজকর্ম্মচারিদিগের তিরস্কার করা হইয়াছে। যদিচ তাহা সম্যক্-হাস্যজনক ও সুতীক্ষ্ণ হইয়াছে বটে, তত্রাপি তাহা অশ্লীলতাদোষে দূষিত হওয়াতে অনেকের পক্ষে আদরণীয় নহে। তৎকালজাত কৌতুকসর্ব্বস্বনাম নাটক তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে। পরন্তু তদুভয়ই সংস্কৃতভাষাজাত; তাহা বাঙ্গালি সাবক্ষেপ-বাক্যের প্রসঙ্গে কেবল উপমাকল্পে উল্লিখিত হইতে পারে। কথিত আছে যে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কোন প্রধান পরিবারের দোষোদ্ভাষণের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু সাবক্ষেপকাব্যের প্রধান অঙ্গ ব্যঞ্জনাদ্বারা অরুন্তুদভাষণ, তাহা তাহাতে না থাকা প্রযুক্ত ঐ কাব্য আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তদনন্তর যথার্থ ব্যঙ্গ্যকাব্যের মধ্যে "নববাবু-বিলাস" নামক গদ্য পুস্তকের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তাহা ত্রিংশতাধিক বর্ষ হইল একজন সুচতুর ব্যক্তি প্রস্তুত করেন। তাহাতে পিতার অমনোযোগে বালকের বিদ্যাভ্যাসের হানি হইলে স্ত্রৈণ্যতা ও পানদোষে

কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা তোতারাম দত্তের পুত্র বাবু কেশবচন্দ্রের উপন্যাসে প্রজ্জ্বলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে সময়ে তাহা প্রস্তুত হইয়াছিল তৎকালে বর্ণিত বাবুর আদর্শ কলিকাতায় অপ্রাপ্য ছিল না। অল্পকালে হতপিতৃ অনেক ধনাঢ্যের চরিত্র অবিকল গ্রন্থোক্ত নববাবুর প্রতিরূপ মনে হইত। এই পুস্তকের আদর্শে অপর কোন রসোল্লাসি ব্যক্তি "নব বীবী বিলাস" নামক ব্যঙ্গ্য প্রস্তুত করেন। ভদ্র স্ত্রী কুলটা হইলে যে দুর্গতি হয় তাহারই বর্ণন করা তাঁহার অভিপ্রেত, এবং সে উদ্দেশ্য গ্রন্থে উত্তমরূপে সিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ঐ উভয় গ্রন্থকার কিয়দ্বা উদ্দেশ্যের অনুরোধে এবং কিয়দ্বা সহৃদয়তার অভাবে আপন২ গ্রন্থ অশ্লীলতায় লিপ্ত করিযাছেন। যদিচ বর্ণিত বিষয় সত্য বটে, তত্রাপি তাহার পাঠে সহৃদয়দিগকে ব্যথিত হইতে হয়। অতঃপর সুবিখ্যাত শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন দোষী পরিবারের নিগঞ্জনার্থে দূতিবিলাসনামে এক খানি কাব্য প্রস্তুত করেন। তাহাতে অন্যান্য বাঙ্গালী ব্যঙ্গ্য কাব্যের আদর্শে অনেক জঘন্য অশ্লীলতা আছে, অধিকন্তু তাহার কবিত্ব যৎসামান্য মাত্র। এই সময়ে সংস্কৃত কালেজের পূর্ব্বতন অধ্যাপক ও সমাচারচন্দ্রিকা নাম সংবাদপত্রের বিখ্যাত সম্পাদক পণ্ডিতপ্রধান মৃত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্ম্ম সভাবিলাস নামে একখানি সংস্কৃত চম্পূ প্রকাশ করেন। তাহাতে তাৎকালিক ধর্ম্মোদ্দেশী ব্রহ্ম ও ধর্ম্ম সভা সংক্রান্ত মহাশয়দিগের চরিত্র লইয়া অনেকগুলি ব্যঙ্গ্যোক্তি বিন্যস্ত আছে। ঐ ব্যঙ্গ্য সকল সরস হইয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃতে রচিত হওয়াতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইতে পারে নাই। ঐ গ্রন্থ ১৭৫২ অব্দে প্রকটিত হয়।

তৎপরে কএক বৎসর মধ্যে উল্লেখের উপযুক্ত কোন ব্যঙ্গ্য কাব্যের প্রকাশ হয় নাই। পাঁচ বৎসর হইল মাসিক পত্রিকা নাম এক ক্ষুদ্র সাময়িক পত্রে "আলালের ঘরের দুলাল" শিরোনামে কএকটি প্রস্তাব

প্রকটিত হয়, তাহা তদনন্তর সংশোধিত ও প্রকৃষ্টীকৃত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ হইয়াছে।...ঐ প্রবন্ধের আদর্শ নববাবুবিলাস কেবল বাবুবিলাসের অশ্লীলতা তাহাতে নাই, এবং নব্য শ্লেষবাক্যে বাবুবিলাসহইতে বিশেষ প্রোজ্জ্বল হইয়াছে।

অধুনা নাটকের সম্যক্ সমাদর হইতেছে; সকলেই নাটক দর্শনে উৎকণ্ঠ; অতএব বর্ত্তমানের কুপ্রবৃত্তিসকল নাটকদ্বারা সুন্দর তিরস্কৃত হইতে পারে, এই বিবেচনায় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ "একেই কি বলে সভ্যতা" নামে এক খানি ক্ষুদ্র প্রহসন প্রকটিত করিয়াছেন; তাহার উদ্দেশ্য নব বাবুদিগের পানাসক্তির নিগঞ্জন; এবং তাহা প্রকৃষ্টরূপেই সিদ্ধ হইয়াছে। শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের সমালোচনে আমরা দত্ত বাবুর ক্ষমতাবিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম, তাহা উপস্থিত প্রহসনে সর্ব্বতোভাবে সপ্রমাণিত হইয়াছে। অধুনা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে নাটক-রচনায় দত্তজ বাঙ্গালির মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়াছেন। মনুষ্যের যথার্থ প্রকৃতির অবিকল অনুভব, কারয়া উজ্জ্বল বাক্যে তাহার উদ্ভাবণ যে কবির প্রকৃতধর্ম্ম ও বীণাপাণির মুখ্য-প্রসাদ তাহা দত্তজর উপলব্ধ হইয়াছে; এক্ষণে তিনি ত্বরায় বঙ্গীয় এক জন প্রধান কবি বলিয়া গণ্য হইবেন এমত সম্ভাবনা হইয়াছে; আমরা ভরসা করি দত্তজ এই অবকাশ বৃথা নিঃক্ষেপ করিবেন না।

"ইয়ং বেঙ্গাল" অভিধেয় নব বাবুদিগের দোষোদ্ঘোষণই বর্ত্তমান প্রহসনের এক মাত্র উদ্দেশ্য; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাণার্থে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায়ঃ তৎসমুদায়ই আমাদিগের জানিত কোন না কোন নব বাবুদ্বারা আচরিত হইয়াছে।...'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ', চৈত্র ১৭৮০ শক, পৃ. ২৭৯-৮১।

'রহস্য-সন্দর্ভ'

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভার্নাকিউলার লিটারেচর কমিটি কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই সমাজের আনুকূল্যে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র অভাব পূরণার্থ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলালই ইহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> ...অভিনব পত্রের অভিপ্রেত কি তাহার কিয়দংশ ইহার নামদ্বারাই অনুভূত হইবে। অধিকন্তু এই মাত্র বক্তব্য যে পূর্ব্বে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' নামক মাসিক পত্র যে উদ্দেশে বহুল পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিত ইহাও সেই অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই পদাঙ্কানুসরণার্থে সঙ্কলিত হইয়াছে ;·

রাজেন্দ্রলাল বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পত্রিকাখানি সম্পাদন করেন। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তিনি পঞ্চম পর্ব্বের 'রহস্য-সন্দর্ভ' নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ৬ষ্ঠ পর্ব্বের ৬৯ সংখ্যার (৬৬ খণ্ড) সহিত যোজিত একটি স্বতন্ত্র "বিজ্ঞাপনে" রাজেন্দ্রলাল জানাইতে বাধ্য হইলেন যে—

> সম্পাদকের অবকাশাভাবপ্রযুক্ত এই পত্রের এই খণ্ড অবধি সমাপ্ত হইল। এতৎ সম্বন্ধে কাহার কিছু প্রাপ্য থাকিলে প্রার্থনামাত্র সম্পাদক তাহা পরিশোধিত করিবেন।

রাজেন্দ্রলালের পর প্রাণনাথ দত্ত দুই বৎসর 'রহস্য সন্দর্ভ' পরিচালন করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল-সম্পাদিত 'রহস্য-সন্দর্ভে'র বিভিন্ন পর্ব্বগুলি এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল :—

১ম পর্ব্ব মাঘ, ১৯১৯ সংবৎ—পৌষ, ১৯২০ সংবৎ, ১-১২ খণ্ড
২য় পর্ব্ব বৈশাখ, ১৯২১ সংবৎ—চৈত্র, ১৯২১ সংবৎ, ১৩-২৪ খণ্ড
৩য় পর্ব্ব বৈশাখ, ১৯২২ সংবৎ—চৈত্র, ১৯২২ সংবৎ, ২৫-৩৬ খণ্ড
৪র্থ পর্ব্ব বৈশাখ, ১৯২৩ সংবৎ—চৈত্র, ১৯২৩ সংবৎ, ৩৭-৪৮ খণ্ড
৫ম পর্ব্ব বৈশাখ, ১৯২৭ সংবৎ—চৈত্র, ১৯২৭ সংবৎ, ৪৯-৬০ খণ্ড
৬ষ্ঠ পর্ব্ব বৈশাখ, ১৯২৮ সংবৎ—আশ্বিন, ১৯২৮ সংবৎ, ৬১-৬৬ খণ্ড

গ্রন্থাবলী—রচিত ও সম্পাদিত

রাজেন্দ্রলাল বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের একটি কালানুক্রমিক তালিকা সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ, নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাংলা :—

১। **প্রাকৃত-ভূগোল** অর্থাৎ ভূমণ্ডলের নৈসর্গিকাবস্থা বর্ণন-বিষয়ক গ্রন্থ। ১৭৭৬ শক (ইং ১৮৫৪)। পৃ. ১৬১+১ শুদ্ধিপত্র।

ইহার ১৫৫-৬১ পৃষ্ঠায় "পারিভাষিক শব্দের নির্ঘণ্ট" আছে।

যে বিদ্যাদ্বারা পৃথিবীর আকৃতি, ধর্ম্ম, বিভাগ, গতি ও সম্বন্ধ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম ভূগোল-বিদ্যা।

এই বিদ্যার সৌলভ্যার্থে ভূগোলবেত্তারা তাহাকে তিন অংশে বিভাগ করিয়াছেন। ভূগোল-বিদ্যার যে অংশে পৃথিবীর অবয়ব নিরূপণ করে, গ্রহদিগের সহিত তাহার পরস্পর সম্বন্ধ অনুসন্ধান করে, তাহার গতি বেগ ও তৎপ্রথা সাব্যস্ত করে, তাহার পরিমাণ স্থির করে, গ্রহাদির দৃষ্টিদ্বারা পৃথিবীস্থ স্থান-সকলের পরস্পর দূরতানির্ণয় করে, মানচিত্র-নির্ম্মাণের প্রথা প্রদর্শন করে ; ফলতঃ যে অংশ অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্য ভিন্ন

বোধগম্য হয় না ;—তাহার নাম "গণিত-ভূগোল"। দ্বিতীয়, যে অংশে জল-স্থল-বিভাগ,—সমুদ্র, হ্রদ ও নদীর ধর্ম্ম,—জলের লবণাক্ততা, স্রোত, জোয়ার ও উষ্ণতার বিবরণ,—পর্ব্বত, অধিত্যকা, উপত্যকা, ক্ষেত্র ও দ্বীপভেদ,—বায়ুর গতি, ভূমিকম্প, নীহারস্ফোট, বৃষ্টির নিয়ম, ঋতুর ক্রম, দেশ ও ঋতুভেদে মনুষ্য-পশু-পক্ষী-বৃক্ষভেদ,—ইত্যাদি পৃথিবীর প্রকৃতাবস্থার বিবরণ-বিষয়ক বিদ্যার আলোচনা থাকে, তাহার নাম "প্রাকৃত ভূগোল"। অপর যে অংশে রাজ্য, দেশ, নগর, গ্রাম, লোক-সংখ্যা বাণিজ্যাদি বিষয়ের বিবৃতি থাকে, তাহার নাম "ব্যাবহারিক-ভূগোল"।—অনুষ্ঠান-প্রকরণ, পৃ. ১-২।

২। **শিল্পিক দর্শন**। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পদার্থকতিপয়ের প্রস্তুত করণের বিবরণ গ্রন্থ। (সচিত্র) সেপ্টেম্বর ১৮৬০। পৃ. ১৭০।

ইহা "গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গ্রহ"-এর অন্তর্ভুক্ত। পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—"বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের শিল্পিক প্রস্তাবগুলির পুনর্মুদ্রাঙ্কনের প্রসঙ্গে অনেকে অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহাদের তৃপ্ত্যর্থে বঙ্গভাষানুবাদক-সমাজের আদেশে এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকটিত হইল। ইহাতে শিল্পশাস্ত্রের আদ্যোপান্তের সমালোচন করিবার কিছুমাত্র আয়াস করা হয় নাই,…। কয়লার খনিবিষয়ক প্রস্তাব ভিন্ন অপর সকল প্রস্তাবগুলি এক ব্যক্তিকর্ত্তৃক রচিত হয়।"

ইহাতে "ঢাকাই বস্ত্র," "চর্ম্ম পুরস্কার করণের প্রথা," "রেশম," "কাগজ," "লবণ," "নীল," "তামাক," "লৌহ" প্রভৃতি অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে।

৩। **শিবজীর চরিত্র** অর্থাৎ যবনপ্রমর্দ্দক মহারাষ্ট্রীয় বীরপ্রধানের জীবন বৃত্তান্ত। নবেম্বর ১৮৬০। পৃ. ৭৮।

ইহা "গার্হস্থ্য-বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গ্রহ"-এর অন্তর্ভুক্ত। পুস্তকের "ভূমিকা"য় প্রকাশ :—"বঙ্গভাষানুবাদক সমাজকর্ত্তৃক যে সকল পুস্তকের

মুদ্রাঙ্কণ করা প্রথম সঙ্কল্পিত হয়, তন্মধ্যে শিবজীর চরিত্র লিখিত ছিল। তৎকালে বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ পত্রের সম্পাদক ঐ পুস্তক প্রণয়নের ভার লইয়াছিলেন, কিন্তু অবকাশাভাব-প্রযুক্ত তিনি অতি অল্পমাত্র লিখিয়াই বিরত হন। পরে কতিপয় সল্লেখকের সাহায্যে তাহার অবশিষ্ট লিখিত হইয়া বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে ক্রমশঃ প্রকটিত হইয়াছে। অধুনা সেই আদর্শ-হইতে এই ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত হইল।"

কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড আছে।

৪। **মেবারের রাজেতিবৃত্ত।** ইং ১৮৬১ (?)। পৃ. ১৩২।

ইহাও বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। আমরা এই পুস্তকখানি দেখি নাই। খুব সম্ভব, ইহা 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (১৭৮১ শক, আষাঢ ও পৌষ) প্রকাশিত "রাজপুত্র-ইতিহাস"-এর পুনর্মুদ্রণ।

৫। **ব্যাকরণ-প্রবেশ** অর্থাৎ বঙ্গ-ভাষার ব্যাকরণের প্রথম উপদেশ। ইং ১৮৬২। পৃ. ৭০।

অল্পবয়স্ক বালকদিগকে গৌড়ীয় ব্যাকরণের প্রথম উপদেশ দিবার উপযুক্ত কোন সুলভ গ্রন্থ না থাকা প্রযুক্ত কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটীর আদেশে শ্রীযুক্ত কীথ সাহেবকৃত 'বাঙ্গলার ব্যাকরণ' গ্রন্থের পরিশোধন করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করা হয়, কিন্তু কএক পৃষ্ঠার পর আর সে আদর্শের অবলম্বন করা বিহিত বোধ না হওয়ায় সমস্তই স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে বিরচিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা বালকদিগকে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের স্থূল তাৎপর্য্যের উপদেশ দেওয়া অভিপ্রেত। ঐ তাৎপর্য্যের বোধ হইলে পর প্রচলিত অন্যান্য ব্যাকরণ গ্রন্থে উক্ত শাস্ত্রের প্রকৃত জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারিবেক। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৪।—"বিজ্ঞাপন"।

৬। *Prayer of St. Niersis Clajensis.* Translated into Bengali and Sanskrita. ইং ১৮৬২। পৃ. ২০।

ইহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

হে দেবপুত্র। হে সত্যদেব। তুমি পিতার হৃদয়হইতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত পবিত্রকুমারী মেরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলে, সমাধিস্থ হইয়াছিলে, এবং তথা-হইতে উত্থান করিয়া পিতার নিকট গমন করিয়াছিলে। আমি স্বর্গের নিকট এবং তোমার নিকট পাপ করিয়াছি; যখন তুমি আপনার রাজ্যে আগমন করিবে তখন অনুতাপী তস্করের ন্যায় আমাকে স্মরণ করিও। তোমার জীব সকলের প্রতি এবং উৎকট অপরাধী আমার প্রতি দয়া কর॥ ৪॥ (পৃ. ২)

* * *

হে দেবপুত্র! হে সত্যদেব! ত্বং পিতৃহৃদয়াৎ অবতীর্য্য অস্মৎ পরিত্রাণায় পবিত্রায়াঃ মেরীকুমার্য্যাগর্ভাৎ অবতর্তথ, ত্বং ক্রুশবিদ্ধোঽভবঃ, ত্বং সমাধিস্থোঽভবঃ, তস্মাৎ উত্থায় পিতুঃ সমীপেঽগমঃ। তব স্বর্গস্য চ সমীপেঽহং পাপমকার্ষং। যদা ত্বং স্বরাজ্যং আগমিষ্যসি তদা অনুতাপিতস্করমিব মামনুস্মর। তদীয়জীবান্ প্রতি এনমুৎকটপাপীনঞ্চ প্রতি সদয়োভব। (পৃ. ১২)

এই পুস্তিকার এক খণ্ড কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে।

৭। **পত্রকৌমুদী** নাম পত্রাদি লেখনের উপদেশক গ্রন্থ। ইং ১৮৬৩। পৃ. ১০০।

ইহা "শ্রীযুক্ত অনরেবল্ ওয়ালটর্ স্কট্ সিটন্‌কার তথা শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।"

'পত্রকৌমুদী'র প্রথম খণ্ডে গুরুজন, স্নেহভাজন, অধীনস্থ ব্যক্তি প্রভৃতিকে পত্র লিখিবার আদর্শ আছে। "দ্বিতীয় খণ্ডে পাট্টা কবুলিয়ৎ প্রভৃতি স্বত্ব সম্বন্ধীয় লেখন, তৃতীয় খণ্ডে জমীদারী ও অন্য হিসাব ও চতুর্থ খণ্ডে বিচারালয়ের প্রচলিত লেখন কএক খানির আদর্শ সংগৃহীত হইয়াছে।"

'পত্রকৌমুদী'র ভূমিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> পত্র শব্দে বৃক্ষের পর্ণ; প্রথমতঃ মনুষ্যে তাহাই লিখিবার আধার বলিয়া ব্যবহার করে; এই নিমিত্ত যে লেখনে এক ব্যক্তি অন্যকে কোন বিষয়ের বিজ্ঞাপনাদি করে তাহার নাম 'পত্র' হইয়াছে। এই অর্থে ইহার পর্য্যায় শব্দ 'লিপি' ও 'পত্রী'। ইহার সৃষ্টি লেখনের সৃষ্টির সমকাল অবধি নির্ণয় কবা যায়; যেহেতু অনুপস্থিত ব্যক্তিকে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তই লেখনের সৃষ্টি হয়। বোধ হয়, পূর্ব্বকালের পত্রে কেবল জ্ঞাতব্য কথামাত্র লিখিত থাকিত; সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বা তুল্য ব্যক্তির ইতরবিশেষ জ্ঞাপনার্থে পাঠাপাঠের নির্দ্দেশ হয়, এবং তাহাই 'প্রশস্তি' নামে বিখ্যাত। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালাবধি এই প্রশস্তির বিশেষ পর্য্যালোচনা আছে, এবং তদ্বিষয়ক অনেক গ্রন্থও প্রচলিত দেখা যায়। ঐ সকল গ্রন্থমধ্যে বররুচিকৃত "পত্রকৌমুদী" নামক সঙ্গ্রহই অধুনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে প্রশস্তি-রচনা-বিষয়ে তাহার পূর্ব্বে হিন্দুদিগের বিশেষ মনোযোগ হইয়াছিল, এবং তদ্দ্বারা তাহারা বিশিষ্ট ঔৎকর্ষ্যও সাধন করিয়াছিল।
>
> উক্ত গ্রন্থের মতানুসারে পত্রলেখনের অঙ্গমধ্যে ব্যক্তিভেদে পত্রের পরিমাণ, পত্রের ভাঁজ, পত্রের রঞ্জন, পত্রের কোণকর্ত্তন, পত্রে শ্রীশব্দবিন্যাস, পত্রের পাঠ এবং শিরোনাম, এই কয় বিষয়ের উল্লেখ আছে।

পত্রের পরিমাণ বিষয়ে লিখিত আছে যে উত্তম পত্র এক হস্ত ছয় অঙ্গুলী, মধ্যম পত্র এক হস্ত, এবং সামান্য পত্র মুষ্টিহস্ত (মুঠহাত,) দীর্ঘ হওয়া কর্ত্তব্য। ঐ পত্রকে তিন ভাঁজ করিয়া তাহার ঊর্দ্ধের দুই ভাগ ত্যাগ করত শেষ ভাগে পত্ররচনা করিবে।

পত্রের রঞ্জন-বিষয়ে বর্ণিত আছে যে উত্তমের পত্র স্বর্ণদ্বারা, মধ্যমের পত্র রৌপ্যদ্বারা, এবং সামান্য পত্র রাং তামা সীসা প্রভৃতিদ্বারা রঞ্জিত করিবে; এতদ্ভিন্ন ভদ্র নিয়ম রক্ষা হয় না।

পত্রের কাগজ এই রূপ প্রস্তুত হইলে তাহার অধোভাগের দক্ষিণ কোণের এক অঙ্গুলি পরিমাণ কাটিয়া পত্রের উপরিভাগে মঙ্গলার্থে অঙ্কুশাকার এক রেখা ও তাহার মধ্যদেশে এক বিন্দু, তাহার নীচে সাতের অঙ্ক, তাহার অধোভাগে 'স্বস্তি' এই শব্দের বিন্যাস করিয়া বিহিত প্রশস্তি লিখনানন্তর পত্রের বক্তব্য রচনা করত 'কিমধিক'মিতি' লিখিয়া পত্র প্রেরণের সংবৎসর মাস ও দিনের অঙ্ক দিয়া পত্র সমাপন করিবেক।

তৎপরে পত্রের পৃষ্ঠে শ্রীবিন্যাস ও পত্রোর্দ্ধভাগে পত্রচিহ্ন নিয়োগ করা আবশ্যক। ব্যক্তিভেদে ঐ চিহ্ন এবং শ্রীসঙ্খ্যার অন্যথা করিতে হয়। আদিষ্ট আছে যে গুরুর পত্রে ৬শ্রী, স্বামীর পত্রের ৫শ্রী, রিপুর পত্রে ৪শ্রী, মিত্রের পত্রে ৩শ্রী, এবং পুত্র স্ত্রী ও ভৃত্যের পত্রে ১ শ্রী লেখা কর্ত্তব্য।

পত্রের চিহ্নবিষয়ে কথিত আছে যে রাজপত্রের ঊর্দ্ধহইতে ছয় অঙ্গুলি-প্রমাণ স্থান নিম্নে চন্দ্রমণ্ডলের সদৃশ বর্ত্তুলাকার কস্তূরী কুঙ্কুমদ্বারা চিহ্ন করিবেক। মন্ত্রি ও যতির পত্রে কুঙ্কুমের চিহ্ন এবং পণ্ডিত ও গুরু ও পিতা ও পুত্র ও সন্ন্যাসীর পত্রে চন্দনের চিহ্ন, স্বামীর পত্রে সিন্দুরের চিহ্ন, স্ত্রীর পত্রে অলক্তের চিহ্ন, ভৃত্যবর্গের পত্রে রক্তচন্দনের চিহ্ন, এবং শত্রুর পত্রে রক্তের চিহ্ন, নিরূপিত আছে।

অধুনা পত্র লিখিবার এই সকল নিয়মের অধিকাংশই লুপ্ত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় মুসলমানেরা পত্রের পরিমাণ ও রঞ্জন বিষয়ে অদ্যাপি মনোযোগী

আছে; কিন্তু হিন্দুসমাজে তাহার আর কোন অনুধাবন নাই। বিলাতি চিঠীর কাগজে পত্রের প্রাচীন পরিমাণ লুপ্ত করিয়াছে। চন্দন-হরিদ্রাদি-দ্বারা পত্রচিহ্ন-করণ কেবল বিবাহের সম্বন্ধ-পত্রে দেখা যায়; অন্যত্র তাহার ব্যবহার একেবারে রহিত হইয়াছে। প্রাচীন ভদ্র বাঙ্গালীদিগের পত্রে অদ্যাপি কোণকর্ত্তন ও শ্রীমুখের রীতি আছে; কিন্তু ত্বরায় তাহার লোপ হইবার সম্ভাবনা; যেহেতু এই ক্ষণে পত্র লিখিবার আবশ্যক নানা প্রকারে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে; অনেককে প্রত্যহ ৩০-৪০-৫০ খানি পত্র লিখিতে হয়; তাহাদিগের পক্ষে পত্রবঞ্জন চিহ্ন স্বস্তি শ্রীমুখ কোণ-কর্ত্তনাদির নিয়ম রক্ষা করা কোন মতে সুসাধ্য নহে; অধিকন্তু তাহার পরিত্যাগে কোন অভীষ্টের হানি হয় না, সুতরাং লোকে তাহার প্রতি সম্যক্ অনাস্থা প্রকাশ করিতেছেন; এই কারণে প্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ দীর্ঘ পাঠ ও শিরোনাম সকলও পরিত্যক্ত হইতেছে।....এতদ্দেশে বাণিজ্যের যত বৃদ্ধি হইবেক, সময়ও তত বহুমূল্য হইবেক; সেই সময় লোকে নিষ্প্রয়োজনীয় পাঠাডম্বরে নিঃক্ষেপ করিতে পারিবেক না; সুতরাং দীর্ঘ পাঠ ত্বরায় পরিত্যক্ত হওয়াই বিহিত। ফলে আমাদিগের বিবেচনায় সকল পাঠ উঠিয়া গিয়া পত্রারম্ভে একটি মাত্র সম্বোধন রাখিলেই যথেষ্ট হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাতে কোন মতে অবমানের সম্ভাবনা নাই। দেখুন সম্প্রতি পিতাকে বাঙ্গালীতে পত্র লিখিতে হইলে এতদ্দেশীয়েরা "পরমপূজনীয়" ইত্যাদি দীর্ঘ শিরোনাম লিখিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাকে ইংরাজিতে পত্র লিখিতে হইলে কেবল "বাবু অমুক" লিখিয়া কোন মতে পিতার অবমান হইল এমত জ্ঞান করেন না। পিতাও তাহা অবমানের বিষয় বোধ করেন না; এবং ইংরাজীতে যদ্যপি এই সংক্ষেপ শিরোনাম নিন্দনীয় না হয় তাহা হইলে বাঙ্গালীতে তাহা এক বার প্রচলিত হইলে আর দূষ্য হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তাহাতে কার্য্যের লাঘব ও সময়ের স্বাশ্রয় অনেক হইবে,

সন্দেহ নাই। কেহ কহিতে পারেন যে গুরুজনের মানের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করাও কর্ত্তব্য, তত্রাপি পাঠের লাঘব করা বিধেয় নহে। এ কথা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য; কিন্তু পাঠের লাঘবে কোন মতে মানের লাঘব হয় ইহা স্বীকার্য্য নহে। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে যে কর্ম্মের শীঘ্রতানুরোধে অনেকে পিতাকে কেবল 'শ্রীচরণেষু' পাঠ লিখিয়া পত্র সমাধা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা স্বপ্নেও পিতার অবমান ইচ্ছা করেন না, এবং ঐ সংক্ষেপ পাঠ সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা প্রচলিত করা বাঞ্ছনীয়। এ বিধায়ে এতদ্ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে যে সকল পাঠ সঙ্গৃহ করা হইয়াছে তাহাহইতে দীর্ঘ ছন্দ অতি সাবধানে পরিত্যাগ করা গিয়াছে। স্বজন, পরিজন, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, উৎকর্ষ, অপকর্ষ প্রভৃতি সম্পর্ক ও অবস্থা ভেদে এতদ্দেশে যেরূপ পাঠাপাঠের ভেদ করা হইয়া থাকে তাহার প্রতি সাবধানে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে, কোন স্থলে কোন অন্যথা করা হয় নাই। কেবল পাঠগুলি সংক্ষেপ করা হইয়াছে। প্রত্যাশা আছে যে তাহাতে সাধারণের উপকার দর্শিবে। পত্রগুলি ভূমিকা লেখকের বন্ধুদিগের রচনাহইতে সংগৃহীত।

কথিত পাঠ-সম্বন্ধে এক বিশেষ কথা বক্তব্য আছে। এতদ্দেশের প্রচলিত-রীতি-ক্রমে জ্ঞাতিবর্গের পত্রের শিরোনাম-মধ্যে পিতা মাতা দাদা খুড়া ইত্যাদি সম্বন্ধ-বোধক শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যখন আপন ভৃত্য পত্র লইয়া পিতার নিকট যাইত তখন এ নিয়ম নিন্দনীয় ছিল না। কিন্তু এই ক্ষণে ডাকের নিয়মে ইহা অত্যন্ত দূষ্য বোধ হইতেছে। তাহাতে ডাকের পিয়াদা ও যে সকল ব্যক্তির হস্তে ঐ পত্র পড়িবেক তাহাকে পত্র মধ্যস্থ লেখকের নাম জ্ঞাপন করা হয়; এবং গুহ্য কথার প্রকাশ হইবার অনেক অবকাশ দেওয়া যায়। কাশীস্থা মাতাকে মাতা বলিয়া কলিকাতার লোক পত্র লিখিলে ঐ পত্রমধ্যে নোট কি হুণ্ডী আছে এই লোভে ডাকের পিয়াদারা অগ্রেই তাহা খুলিয়া

দেখিবে। তাহা না হইলেও কে কাহাকে পত্র লিখিয়াছে তাহার সংবাদ ঘোষণা করা কোন মতে এক্ষণে প্রশস্ত নহে; অতএব ঐ রীতি রহিত করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। ঐ রীতি প্রচলিত থাকায় অনেকে বাঙ্গালীতে পত্র লিখিয়া ইঙ্গরাজীতে তাহার শিরোনাম দিয়া থাকেন। এই প্রকারে দুই ভাষার সঙ্কর করণাপেক্ষা শিরোনামে সম্বন্ধ-সূচক শব্দ ত্যাগ করা প্রশস্ত মানিতে হইবেক। ইহাতে কাহার মনে গ্লানি জন্মিলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে পত্রশিরোভাগে সম্বন্ধ জানাইয়া পত্রপৃষ্ঠে এক সাধারণ শিরোনাম লেখেন; তাহাতে অনেক উপকার দর্শিবে। বোধ হয় 'মান্যবর মহাশয়েষু' শিরোনাম কনিষ্ঠ ভিন্ন অনেকের পক্ষে বিহিত হইবে; এবং কনিষ্ঠ ও ভৃত্যাদির নিমিত্ত 'শ্রীযুক্ত অমুক সমীপেষু' কোন মতে নিন্দনীয় নহে। তাহাতে স্নেহ অন্তরঙ্গতা কিছুরই প্রকাশ নাই; অথচ তাহাতে কোন সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হয় না।

এই কৌমুদীতে ঐ নিয়ম অবলম্বন করা হয় নাই, যেহেতু তাহাদ্বারা কৌমুদীর প্রতি প্রচলিত নিয়ম উচ্ছেদের আপত্তি হইতে পারে। পরন্তু সাধারণে তাহার অনুমোদন করিলে উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

পত্রকৌমুদীর দ্বিতীয় খণ্ডে পাট্টা কবুলিয়ৎ প্রভৃতি স্বত্ব সম্বন্ধীয় লেখন, তৃতীয় খণ্ডে জমীদারী ও অন্য হিসাব ও চতুর্থ খণ্ডে বিচারালয়ের প্রচলিত লেখন কএক খানির আদর্শ সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাতে যে প্রকার সঙ্কর ভাষা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহাই রক্ষা করা হইয়াছে, কোন মতে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করা যায় নাই; যেহেতু ঐ ভাষার অনেকগুলি শব্দের পারিভাষিক অর্থ আছে, তাহাতে বিচারালয়ে স্বত্বের নিরূপণ হয়; তাহাদের পরিত্যাগে স্বত্বের হানি হইতে পারে, সুতরাং তাহা কর্ত্তব্য নহে। ঐ সকল লেখনের মুখ্য অভিপ্রায় স্বত্বের দৃঢ়ীকরণ, অতএব তাহা যাহাতে সুস্পষ্ট ও বিরোধ-ভাব-রহিত হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য; শব্দের সাধুতানুরোধে তাহার অর্থের হানি করা

অবশ্য নিন্দনীয়। এই লেখনের আদর্শ হাই কোর্ট নামক প্রধান বিচারালয়ের মহামান্য বিচারপতি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত অনরেবল্ ওয়াল্টর্ স্কট্ সিটন্‌কার সাহেব মহাশয় সংগ্রহ করেন। তাঁহারই অনুকম্পায় তাহা এস্থলে নিহিত হইয়াছে, এবং তদর্থে এই ভূমিকালেখক ঐ মহোদয়ের নিকট একান্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। ঐ অনুকম্পা-ভিন্ন বর্ত্তমান গ্রন্থের শেষ খণ্ড-ত্রয় সম্পূর্ণ হইত না। উক্ত আদর্শগুলির মধ্যে কএক খানি ভূমিকালেখক স্বয়ং সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

৮। **অশৌচ ব্যবস্থা।** ইং ১৮৭৩। পৃ. ৯২।

এই পুস্তকখানি এখনও আমরা দেখি নাই।

৯। **মানচিত্র।** ইং ১৮৫০-৬৮।

১৮৫০-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির সাহায্যে বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ কয়েকখানি ছোট-বড় মানচিত্র বাংলায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গাক্ষরে সর্ব্বপ্রথমে এ দেশের মানচিত্র প্রকাশের গৌরব তাঁহারই প্রাপ্য। ইহা ছাড়া তিনি বঙ্গাক্ষরে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সকল জেলার মানচিত্র (ইং ১৮৬৮), এবং Physical Chart বা ভৌতিক মানচিত্রও (ইং ১৮৫৪) প্রকাশ করেন। উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের রাজসরকারের জন্য তিনি ১৮৫৩-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নাগরী অক্ষরে ভারতবর্ষের এবং ফার্সী অক্ষরে ভারতবর্ষের ও এশিয়ার মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত :—

রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটি-প্রবর্ত্তিত Bibliotheca Indica গ্রন্থমালায় যে-সকল প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন, নিম্নে সেগুলির

তালিকা দেওয়া হইল। এই সকল গ্রন্থ প্রথমে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হয়, আমরা যে প্রকাশকাল দিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ গ্রন্থের আখ্যা-পত্র হইতে গৃহীত।

১। **চৈতন্যচন্দ্রোদয়** নাটক · ইং ১৮৫৪

২। **তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ,** ১-৩ খণ্ড। · ১৮৫৯,-৬২,-৯০

৩। **প্রাকৃত ব্যাকরণ,** ক্রমদীশ্বর-কৃত ...

৪। **তৈত্তিরীয় আরণ্যক** ... ১৮৭১

ইহার ইংরেজী ভূমিকার তারিখ—সেপ্টেম্বর ১৮৭২।

৫। **গোপথ-ব্রাহ্মণ** ... ১৮৭২

৬। **তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য** ... ১৮৭২

৭। **অগ্নিপুরাণ,** ১-৩ খণ্ড ... ১৮৭৩,-৭৬,-৭৯

৮। **ঐতরেয় আরণ্যক** .. ১৮৭৬

৯। **ললিতবিস্তর** .. ১৮৭৭

১০। **বায়ুপুরাণ,** ১-২ খণ্ড .. ১৮৮০,-৮৬

১১। **নীতিসার,** কামন্দক-কৃত ... ১৮৮৪

১২। **অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা** ... ১৮৮৮

১৩। **বৃহদ্দেবতা,** শৌনক-কৃত ... ১৮৯২

ইহা ছাড়া রাজেন্দ্রলাল আথর্ব্বণোপনিষদ্ ৯ খণ্ড সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তক-তালিকায় উল্লেখ আছে।

ইংরেজী ঃ—

1 A Descriptive Catalogue of Curiosities in the Museum of the Asiatic Society of Bengal 1849

2. A Catalogue of Books and Maps in the Library of the Asiatic Socy. of Bengal 1856
3. Index to Vols. I to XXIV of the Journal of the Asiatic Society ... 1856
4. A Trans. of the Chandogya Upanishad ... 1862
5. Notices of Sanskrit Manuscripts. First Series, Vols. I-IX ... 1870-88
6. Catalogue of Sanskrit MSS. existing in Oudh, prepared by C. Browning. Ed. by R. Mitra ... 1873-78
7. The Antiquities of Orissa. 2 vols 1875, 1880
8. A Report on Sanskrit MSS. in Native Libraries ... 1875
9. An Introduction to the Lalita Vistara ... 1877
10. A Scheme for the rendering of European Scientific Terms into the Vernaculars of India ... June, 1877
11. A Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS. in the Library of the Asiatic Society of Bengal. Pt. I. Grammar ... 1877
12. Buddha Gaya, the hermitage of Sakya Muni 1878
13. The Parsis of Bombay ; a Lecture delivered on February 26, 1880, at a meeting of the Bethune Society, Calcutta ... 1880
14. Report on the operations carried on to the close of the official year 1879-80, for the discovery and preservation of Ancient Sanskrit MSS. in the Bengal Provinces 1880

15. A Catalogue of Sanskrit MSS. in the Library of H. H. the Maharaja of Bikaner ... 1880

16. Indo-Aryans. 2 vols. ... Sep. 1881

17. The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal 1882

18. Yoga Aphorisms of Patanjali with the commentary of Bhoja Raja and an Eng. Trans. ... 1883

19. History of the Asiatic Society; in the Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal from 1784 to 1883 ... 1885

20. A Translation of the Lalita-Vistara ... 1886

21. Speeches by Raja Rajendralala Mitra, LL. D., C. I. E. Edited by Raj Jogeshur Mitter ... 1892

Contents : A Vote of Thanks to Sir Cecil Beadon ; A Vote of Address to Lord Halifax ; Raja Sir Radhakant Bahadoor Memorial Meeting ; Vernacular Education ; The Hon'ble Prosunno Coomar Tagore Memorial Meeting ; The Education Question . The Permanent Settlement Question ; Lord Northbrook Memorial Meeting ; Inauguration of the Hurrish Chunder Mookerjee's Library ; The Twenty-fourth Annual Meeting of the British Indian Association ; A Vote of Thanks to Sir John Budd Phear ; The Indian Civil Service Examination ; The Disestablishment of the Church in India ; The Twenty-fifth Annual Meeting of the British Indian Association ; Maharaja Roma Nath Tagore Memorial Meeting ; The Hon'ble Dr. Sircar and the Faculty of Medicine ; The Doorga Pooja Holiday Question ; The

Parsis of Bombay ; Dr. Hœrnle's Appointment and Romanization ; The Education Commission, etc. ; The Bengal Tenancy Bill ; The Ilbert Bill, etc ; Amalgamation of the Calcutta and Suburban Municipalities ; Adulteration of Ghee, etc. ; The Queen's Jubilee ; The Second National Congress ; The Hindu Marriage Question ; The Thirty-seventh Annual Meeting of the British Indian Association ; Isolation of Lepers. APPENDIX : Report of the Entrance Examination Committee : The Age of Consent Bill.

ইংরেজী প্রবন্ধ

পুরাতত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে রাজেন্দ্রলালের বহু রচনা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে তাঁহার লিখিত গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে ; *Centenary Review* of the Asiatic Society পুস্তকে (পৃ. ১৬০-৬২) এই সকল প্রবন্ধের একটি তালিকা (১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) আছে। ইহা ছাড়া বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নাল, Transactions of the Anthropological Society of London, Journal of the Photographic Society of Bengal, the Calcutta Review, Mookerjee's Magazine প্রভৃতিতে তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত *Englishman, Daily News, Statesman, Phoenix, Citizen, Friend of India, Indian Field, Hindoo Patriot* প্রভৃতি পত্রে তাঁহার লিখিত পুস্তক-সমালোচনা, পত্রাবলী ও সম্পাদকীয় মন্তব্য মুদ্রিত হইয়াছিল।

পত্রাবলী

বাংলা ঃ

পুরী স্কুলের হেড মাস্টার ক্ষীরোদচন্দ্র রায়কে লিখিত রাজেন্দ্রলালের অনেকগুলি পত্র ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলি ১৮৭৮-৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত। উড়িষ্যার ইতিহাস গ্রন্থের উপকরণ-সংগ্রহ-উদ্দেশ্যে রাজেন্দ্রলাল এগুলি লিখিয়াছিলেন। কয়েকখানি পত্রের অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

মহাশয়েষু—

আপনার পত্র পাইয়া পরম উপকৃত হইলাম। পত্রের লিখিত বিষয়গুলি বিশেষ উপকারজনক। আপনি শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া আমার জন্য যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন এতন্নিবন্ধন বিশেষ বাধিত হইয়াছি। জগন্নাথের মস্তকের কথা মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহাই প্রকৃত, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আমি আপনার লিখিতানুসারে সমস্ত বর্ণন করিব। গুণ্ডিচা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী, তবে আপনি অনুমান করিয়াছেন যে গুণ্ডিচা গুঁড়িকাষ্ঠ, ইহা হইলেও হইতে পারে।

নীলাদ্রিমহোদয়ে ভদ্রার হস্তের পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু দর্শনকালে ভদ্রার হস্ত নাই বলিয়া প্রতীতি হয়। অতএব যাহারা ভদ্রাকে বস্ত্র পারধান করাইয়া দেয় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন ভদ্রার হস্ত আছে কি না ?...

কোণারকের মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারে অশ্বমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, আমার বোধ হয় তদ্দৃষ্টান্তেই পূর্ব্বে জগন্নাথের দক্ষিণ দ্বারে অশ্বমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। পরে কোন কারণ বশতঃ ঐ অশ্বমূর্ত্তি উত্তর পূর্ব্ব দ্বারে লইয়া থাকিবে। অধুনা সেখানেও সে মূর্ত্তি নাই। আপনি লিখিয়াছেন, জগমোহন ও

নাটমন্দিরের মধ্যে দ্বার আছে, এক্ষণে উহাকেই জয়া বিজয়া দ্বার বলে, কিন্তু উহাতে অধুনা কোন মূর্ত্তি নাই, ইহাতে এইরূপ বোধ হয় যে পূর্ব্বে উক্ত দ্বারেই জয়াবিজয়ার মুর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। আমার অনুভবানুসারে ভোগমন্দির ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্ত্তী দ্বারে যে দুইটি মূর্ত্তি আছে, উহাই এক্ষণে জয়াবিজয়ার মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিতে হইবে। মাধবীকুঞ্জে প্রতি দ্বাদশ বৎসরেই কি জগন্নাথের মূর্ত্তি সমাহিত হইয়া থাকে? কিন্তু আমি শুনিয়াছি, উক্ত কার্য্য ৫০।৬০ বৎসর অন্তরে সম্পাদিত হয়। আপনি এই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া লিখিবেন। আপনার ব্যবহারের জন্য পুরী ও শ্রীমন্দিরের মানচিত্র প্রেরণ করিলাম। জগন্নাথের মূর্ত্তি বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে, তাহা এই যে জগন্নাথের করযুগল ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত অথবা সম্মুখ দেশে প্রসারিত। আপনি এই সংশয়টির অপনোদন করিবেন। প্রেরিত চিত্রে হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত দেখিতেছি। ইতি

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

মহাত্মীয়েষু—

তিন দিবস হইল আমি বোম্বাই হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গত কল্য আপনার ৯ই দিবসের পত্র প্রাপ্ত হই। উক্ত পত্র পুরীর ডাকে ১৭ই প্রেরিত হইয়াছিল। আমার অনুপস্থিতি প্রযুক্ত উড়িষ্যার মুদ্রাকার্য্য স্থগিত ছিল। অদ্য কোণার্কের প্রথম শোধনীয় আদর্শ পাইয়াছি।

বোধ হয় এক মাস মধ্যে মুদ্রাকার্য্য সমাধা হইবে। ইতোমধ্যে আপনি কোণার্কের বিষয়ে যে কোন সংবাদ দিতে পারেন, তাহা বিশেষ উপকারজনক হইবে।

মন্দির সমাপ্ত হয় নাই বলিয়া যে আমার প্রথম অনুমান হইয়াছিল তাহা বহুদিন পরিত্যক্ত হইয়াছে। মন্দির সমাপ্ত হইয়াছিল ও দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু পরে জমি বসিয়া তাহা পড়িয়া যায়; এই এক্ষণে আমার মত। এ মতের বিশিষ্ট কারণ আবুল ফাজল এবং জগমোহনের

অন্তঃস্থিত স্তম্ভের পতন। শেষোক্ত ঘটনাটি জমি না বসিলে ঘটিতে পারিত না। ইংরাজী প্রবাদে বলে To build on sand, সেটি মিথ্যা নহে। পুরীর মন্দির বালুকাব উপর নির্ম্মিত নহে। নীলাদ্রি নামে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বালুকা হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অট্টালিকার ভারে ভূমি দৃঢ় হইলে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়, সুতরাং বসিবার কারণ ছিল না।

আমার মতে লাঙ্গুলীয় নরসিংহই বর্ত্তমান মন্দিরের নির্ম্মাতা। এবং তাঁহাব সময় হণ্টাব সাহেব নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ঐ নির্দ্দেশের মূল মাদলা পাঁজী এবং তৎকালের মাদলা পাঁজী অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য। আপনি মাদলা পাঁজীতে কি আছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া অথবা সেই অংশটির প্রতিলিপি করিয়া পাঠাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। ঐ অংশ দেখিবেন, আপনি জানিতে পারিবেন যে, নরসিংহ দেবের পূর্ব্বে তথায় প্রাচীন মন্দিব ছিল। নরসিংহ ঐ প্রাচীন ও ভগ্ন মন্দিরের পরিবর্ত্তে নূতন প্রস্তুত করেন।

বহিঃপ্রাচীরের ভিত্তি আমি দেখিয়াছিলাম কিন্তু তাহার বিস্তার নিরূপিত করিতে পার নাই ; স্থানে স্থানে চিহ্ন নাই অপর স্থানে কর্ষিত হইয়াছে সুতরাং সমস্ত প্রাচীরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ নিরূপিত হয় নাই। বোধ হয় আপনিও এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই।…

মাণিকতলা
২২শে নবেম্বর } শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

মহাত্মীয়েষু—

২২শে দিবসীয় আপনার পত্র গতকল্য অপরাহ্নে প্রাপ্ত হইয়াছি। বীজকগুলির পাঠে বিশেষ আশ্চর্য্য হইলাম।…

আমি উড়িয়া ভাষায় কোন মতে পটু নহি। অতএব আপনি যে অনুবাদ দিবেন তাহাই আপনার নাম দিয়া ছাপাইব এই মনস্থ করিয়াছি।…

মহারাষ্ট্র ভাষায় "চা" শব্দটি সম্বন্ধ প্রত্যয় বটে; পরন্তু "গুণ্ডিচা" শব্দ প্রাচীন; উহা, বোধ হয়, মহারাষ্ট্র ভাষা হইবার পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে।

জগন্নাথ দেবের অন্তরে যে একখানি অস্থি স্থাপিত করা হয়, তাহাতে আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু তাহা না দেখিলে কিছুই স্থির হয় না। অনুভবে কাহারও আস্থা হইবার নহে। বৌদ্ধদন্তের উল্লেখ আমি করিয়াছি। কনিংহাম সাহেবের Geography of Ancient India গ্রন্থে উড়িষ্যার বৌদ্ধদিগের উল্লেখ আছে; কিন্তু কি তাহাতে কি অন্যত্র ধারাবাহিক কিছুই লেখা নাই।··

ইংরেজী

স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত পত্রের কথা ছাড়িয়া দিলে, বন্ধুবান্ধবকে লিখিত রাজেন্দ্রলালের অনেক তথ্যপূর্ণ পত্র অনুসন্ধান করিলে এখনও পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ২১ আগস্ট ১৮৮১ তারিখে প্যারীচাঁদ মিত্রকে লিখিত রাজেন্দ্রলালের একখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

My dear Babu Peary Chand,

The only mention of tobacco in a Sanskrit work occurs in the *Kularnava Tantra*. The word used is তাম্রকূট but the work is of questionable authenticity, and there is nothing to show that the verse is correct or reliable. There is no old or complete manuscript of the work available,

The name *Haladhara* is usually derived from Hala or plough which the God used as his armour of offence.

There is a distinct treatise on agriculture in Sanskrit and several long passages in the *Smritis* and the *Tantras* containing rules for agriculture.

Yours sincerely,
Rajendralala Mitra

সারস্বত সমাজ

গুরু গবেষণা বা নানা জনকল্যাণকর কর্ম্মের মধ্যে নিয়োজিত থাকিলেও, মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনের চিন্তা রাজেন্দ্রলালের মনে সর্ব্বদাই জাগ্রত ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

> বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদয় হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্ব্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল; বর্ত্তমান সাহিত্য-পরিষৎ যে উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সেই সংকল্পিত সভার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না।—'জীবন-স্মৃতি', পৃ. ২৪০।

রাজেন্দ্রলাল "উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছিলেন।" তিনি এই সারস্বত সমাজের সভাপতি ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। সমাজের প্রথম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ অন্যতর সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে পাওয়া গিয়াছে। উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> ১২৮৯ সালে শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবার ২রা তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি ৬ নম্বর ভবনে সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সারস্বত সমাজ স্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে সভাপতি মহাশয় এক বক্তৃতা দেন। বঙ্গভাষার সাহায্য করিতে হইলে কি কি কার্য্যে সমাজের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হইবে, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমতঃ বানানের উন্নতি সাধন। বাঙ্গলা বর্ণমালায় অনাবশ্যক অক্ষর আছে কি না এবং শব্দ বিশেষ উচ্চারণের জন্য অক্ষর বিশেষ উপযোগী কি না, এই সমাজের সভ্যগণ তাহা আলোচনা করিয়া স্থির করিবেন। কাহারো কাহারো মতে আমাদের বর্ণমালায় স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ নাই, এ তর্কটিও আমাদের সমাজের সমালোচ্য। এতদ্ব্যতীত ঐতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক নাম সকল বাঙ্গলায় কি রূপে বানান করিতে [হইবে তাহা] স্থির করা আবশ্যক। আমাদের সাম্রাজ্ঞীর নামকে অনেকে ভিক্টো [রিয়া বানান] করিয়া থাকেন, অথচ ইংরাজি "V" অক্ষরের স্থলে অন্তঃস্থ "ব" সহজেই [? প্রয়োগ] হইতে পারে। ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ লইয়া বাঙ্গলায় বিস্তর [গোল] যোগ ঘটিয়া থাকে— এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সমাজের কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লেখ করা যায়—ইংরাজী isthmus "ডমরু-মধ্য" কেহ বা "যোজক" বলিয়া অনুবাদ করেন, উহাদের মধ্যে কোনটাই হয়ত সার্থক হয় নাই।— অতএব এই সকল শব্দ নির্ব্বাচন বা উদ্ভাবন করা সমাজের প্রধান কার্য্য। উপসংহারে সভাপতি কহিলেন—এই সকল, এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য নানাবিধ সমালোচ্য বিষয় সমাজে উপস্থিত হইবে—যদি সভ্যগণ মনের সহিত অধ্যবসায় সহকারে সমাজের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমাজের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

পরে সভাপতি মহাশয় সমাজের নিয়মাবলী পর্য্যালোচনা করিবার

জন্য সভায় প্রস্তাব করেন। স্থির হইল—বিদ্যার উন্নতি সাধন করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য।*

ইহার দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণের অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

১২৮৯ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় আলবার্ট হলে সারস্বত সমাজের অধিবেশন হয়।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রধান আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন যে সারস্বত সমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী গ্রাহ্য হউক। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সারস্বত সমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী গ্রাহ্য হইল।

সভ্যসাধারণের দ্বারা আহূত হইয়া সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত মতে ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিলেন—

প্রত্যেক গ্রন্থকার তাঁহার ভূগোল-গ্রন্থে নিজের নিজের মনোমত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন—আবার মানচিত্রকারও তাঁহার মানচিত্রে স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং বালকেরা সর্ব্বত্র এক শব্দ পায় না।

বক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিলেন যে—এক Isthmus শব্দের স্থলে কেহ বা যোজক, কেহ বা ডমরু-মধ্যস্থান, কেহ বা সঙ্কটস্থান ব্যবহার করিয়া থাকেন। শেষোক্ত শব্দটি বক্তাই প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃত অর্থ অনুসারে সঙ্কট শব্দ স্থলেও ব্যবহার করা যায়, জলেও ব্যবহার করা যায়, গিরিতেও ব্যবহার করা যায়—সুতরাং উক্ত এক শব্দে Isthmus, channel, mountain-pass সমস্তই বুঝায়। অনেক গ্রন্থকার

* "রবীন্দ্রনাথ ও সারস্বত সমাজ", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', পৃ. ২১৮-১৯।

strait শব্দের স্থলে প্রণালী ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রণালী শব্দে মল-নির্গম পথ বুঝায়। প্রণালী অর্থাৎ খাল বা খানা শব্দ সমুদ্রে আরোপ করা অকর্ত্তব্য।

Peninsulaকে বাঙ্গালায় সকলে উপদ্বীপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু উপদ্বীপগুলিতে দ্বীপের ছোটই বুঝায়, অতএব এইরূপে প্রসিদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ করা উচিত হয় না। বক্তা উক্ত স্থলে "প্রায়দ্বীপ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রায়দ্বীপ শব্দেই তাহার আকার বুঝায়।

এইরূপ অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহার একটা নিয়ম করা উচিত।

ভূগোলে কতকগুলি কথা আছে যাহা রূঢ়িক—এবং আর কতকগুলি কথা আছে, যাহা অর্থজ্ঞাপনের নিমিত্ত সৃষ্ট। যেগুলি রূঢ়িক শব্দ তাহার অনুবাদ করা উচিত নহে, আর অপরগুলি অনুবাদের যোগ্য। ইংরাজীতে যাহাকে Red Sea বলে, ফরাসী প্রভৃতি ভাষাতেও তাহাকে লোহিত সমুদ্র বলে। কিন্তু India শব্দ অন্য ভাষায় অনুবাদ করে না। আমাদের ভাষায় এ নিয়মের প্রতি আস্থা নাই—কখনও এটা হয় কখনও ওটা হয়।

বক্তা বলিলেন, ইংরাজেরা বিদেশীয় ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে শব্দেব তদ্ধিত গ্রহণ করে না। ইণ্ডিয়া শব্দ গ্রহণ করিয়া তাহার তদ্ধিত করিবার সময় তাহাকে ইণ্ডিয়ান বলিয়া থাকে। বিভক্তি সুদ্ধ অনুকরণ করে না। কিন্তু বাঙ্গলায় এ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থকার কাস্পীয় সাগর না বলিয়া কাস্পিয়ান সাগর বলিয়া থাকেন।

এইরূপ শব্দ গ্রহণের একটা কোন নিয়ম করা উচিত এবং কোন্‌গুলি অনুবাদ করিতে হইবে ও কোন্‌গুলি অনুবাদ না করিতে হইবে তাহাও স্থির করা আবশ্যক।

পরিভাষা—বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবহার করা উচিত। Long সাহেবকে কেহই অনুবাদ করিয়া দীর্ঘ সাহেব বলে না—কিন্তু একটা পর্ব্বতের নামের বেলায় অনেকে হয়ত ইহার বিপরীত আচরণ করেন। আমরা যাহাকে ধবলগিরি বলি—তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে হইলে তাহাকে White mountain বলিতে হয়—কিন্তু আমেরিকায় White mountain নামে এক পর্ব্বত আছে। আবার ফরাসীতে ধবলগিরির অনুবাদ করিতে হইলে তাহাকে Mont Blanc বলিতে হয়, অথচ Mont Blanc নামে অন্য প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে। এইরূপ স্থলে একটি নিয়ম স্থির না হইলে দেশের নামের ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যভিচার হইয়া থাকে।

গ্রন্থের স্থৈর্য্যরক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বত্র এক অর্থ রাখা আবশ্যক। অভিধান স্থির করিলে ইহা সহজ হইতে পারিত; কিন্তু তাহার উপায় নাই। কারণ অনেক শব্দ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। অতএব এক এক শাস্ত্র লইয়া তাহার শব্দগুলি আগে স্থির করা একান্ত আবশ্যক।

বক্তা বলিলেন, অল্পবয়স্ক শিশুদের হাতেই ভূগোল দেওয়া হয়—অতএব ভূগোলের পরিভাষা স্থির করাই সারস্বত সমাজের প্রথম কার্য্য হউক, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণেরও কিছু কিছু হইলে ভাল হয়।

উপসংহারে বক্তা বলিলেন—সারস্বত সমাজের তিন চারিজন সভ্য মিলিয়া একটি সমিতি করিয়া প্রথমতঃ ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করুন, পরে সাধারণ সভায় তাহা স্থির হউক।*

বঙ্কিমচন্দ্র এই সমাজের অন্যতম সহযোগী সভাপতি ছিলেন, "কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে যে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না" ('জীবন-স্মৃতি,' পৃ. ২৪১)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "বঙ্কিমবাবু

* শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ: 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', পৃ. ১১২—১৬।

এই সভার নাম ইংরাজীতে 'Academy of Bengali Literature' রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।"

সারস্বত সমাজ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—

> বলিতে গেলে যে কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষানির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খসড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি ছাপাইয়া অন্যান্য সভ্যদের আলোচনার জন্য সকলের হাতে বিতরণ করা হইয়াছিল।...বিদ্যাসাগরের কথা ফলিল—হোমরা-চোমরাদের একত্র করিয়া কোন কাজে লাগানো সম্ভবপর হইল না। সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইয়া গেল।... তখন যে বাংলা সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাচেষ্টা হইয়াছিল সেই সভায় আর কোনো সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি একমাত্র মিত্র মহাশয়কে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া যাইত তবে বর্ত্তমান সাহিত্য-পরিষদের অনেক কাজ কেবল সেই একজন ব্যক্তি দ্বারা অনেক দূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই।

প্রতিভার সম্মান

ভাষাতত্ত্ববিৎ ও পুরাতত্ত্বজ্ঞ হিসাবে রাজেন্দ্রলালের খ্যাতি বহুবিস্তৃত ছিল। তিনি স্বদেশের ও বিদেশের বিদ্বৎসভা হইতে যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সময়ে আর কোন বাঙালীর ভাগ্যে জুটিয়াছিল কি না সন্দেহ। নিম্নে তাহার কিছু আভাস দিতেছি :—

বিদেশে সম্মান

Hony. Member : Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1865.) Physical Class of the Imperial Academy of Sciences, Vienna. Italian Institute for the Advancement of Knowledge. Asiatic Society of Italy. Royal Asiatic Society, Bombay Branch.

Corresponding Member : German Oriental Society. American Oriental Society. Royal Academy of Science, Hungary. Ethnological Society of Berlin.

Fellow : Royal Society of Northern Antiquities, Copenhagen.

এশিয়াটিক সোসাইটির গুণগ্রাহিতা

যে-এশিয়াটিক সোসাইটিতে রাজেন্দ্রলাল এক সময়ে সামান্য বেতনে কর্ম্ম-জীবন সুরু করেন, অক্লান্ত পরিশ্রম ও যোগ্যতাবলে কালক্রমে সেই বিদ্বৎসভার সভাপতির পদ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙালীই এই উচ্চ সম্মানের অধিকারী হন নাই। সোসাইটি যথার্থই গুণের সম্মান করিতে জানিতেন। রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে যে-সকল সম্মানের আসন অধিকার করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

ইং ১৮৫৭	...	সেক্রেটরী
১৮৬১-৬৫ জুলাই		সহ. সভাপতি
১৮৬৫ জুলাই	...	সেক্রেটরী
১৮৬৬-৬৮	...	ফাইলোলজিক্যাল সেক্রেটরী
১৮৭০-৮৪	...	সহ. সভাপতি
১৮৮৫	...	সভাপতি
১৮৮৬-৯১	...	সহ. সভাপতি

এল-এল. ডি. উপাধি লাভ

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এল-এল. ডি. উপাধি দানের.ক্ষমতা লাভ করেন। প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স্ কলিকাতা আগমন করিলে বিশ্ববিদ্যালয় ৩ জানুয়ারি ১৮৭৬ তারিখে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম এল-এল. ডি. উপাধি দান করেন। পরবর্ত্তী ১১ই মার্চ তারিখে সমাবর্ত্তন উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজেন্দ্রলালকে এল-এল. ডি. উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ভাইস-চ্যান্সেলার আর্থার হব্‌হাউস তাঁহার বক্তৃতায় বলেন :—

Dr. Rajendralala Mitra, whose voluminous works I only wish that I could study and understand. There is no European Society of Oriental scholars to whom he is not honorably known, and there are many who have been glad to admit him as a member and a colleague. He has thrown light on many a dark corner of the history antiquities and language of this country. But I am only repeating at secondhand what others have told me, and it will be more satisfactory if I read the very words written and published of him by one of the greatest of living Sanskrit scholars. With reference to an important philological discovery of Dr. Rajendralala Mitra, Professor Max Muller has spoken thus :

'He is a pandit by profession, but he is, at the same time, a scholar and critic in our sense of the word. He has edited Sanskrit texts after a careful collation of MSS., and, in his various contributions to the Journal of the Asiatic Society of Bengal, he has proved himself completely above the prejudices of his class, freed from the erroneous

views on the history and literature of India in which every Brahman is brought up, and thoroughly imbued with those principles of criticism which men like Colebrooke, Lassen and Burnouf have followed in their researches into the literary treasures of his country. His English is remarkably clear and simple, and his arguments would do credit to any Sanskrit scholar in England.'

And again :—

'Our Sanskrit scholars in Europe will have to pull hard, if, with such men as Babu Rajendralala in the field, they are not to be distanced in the race of scholarship.'—*University of Calcutta Convocation Addresses*, Vol. I 1858-79, pp. 34-42.

রাজসম্মান

গবর্মেণ্ট তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে "রায় বাহাদুর", ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে "সি. আই. ই." ও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে "রাজা" উপাধি দান করেন।

জনহিতকর কার্য্য

পৌর-সেবা

পৌর-সেবায়ও রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব কম নহে। ১৮৬৩-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার পৌরকার্য্য যে কমিটির দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত, তাহার সভ্যগণ 'জষ্টিস-অব-দি-পীস' নামে অভিহিত হইতেন। রাজেন্দ্রলালও একজন জষ্টিস-অব-দি-পীস ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নূতন আইন মতে পুনর্গঠিত

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মপরিচালক-সভার সভ্যগণ করদাতাদের ভোটে নির্ব্বাচিত হইতে আরম্ভ হন; এই সময় রাজেন্দ্রলালও সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি নির্ব্বাচিত সদস্যরূপে পৌরসভায় কলিকাতাবাসীর সুযোগ-সুবিধাকল্পে অবিরত চেষ্টা করিয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটির উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস করিয়া করদাতাদের করভার লাঘব করিবার জন্য তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। পৌরসভা মারফৎ অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

শিক্ষা-সংস্কার

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল হাণ্টার-কমিশনের নিকট দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বিবরণ দেন; উহা ঐ কমিশনের রিপোর্টে মুদ্রিত আছে।

রাজনীতিক্ষেত্রে

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশ্যন

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশ্যনের সহিত রাজেন্দ্রলালের যোগ প্রায় ইহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে। এই সভার দ্বাত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনে (৭ মে ১৮৮৪) তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলিয়াছেন, "Thirty-two long years have elapsed since the establishment of this Association, and I have been connected with it nearly the whole time, with the exception perhaps of two months or three." ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশ্যন ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়;

ইহার লক্ষ্য ছিল—সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতি। এই উদ্দেশ্যে ইহা ভারতবর্ষের আইন-সভা-সমূহে এবং বিলাতের পার্লেমেণ্টে দেশ-বাসীর অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন এবং আইনানুগ সুবিধা-সুযোগ লাভার্থ সময়ে সময়ে আবেদন করেন, এমন কি, কোন কোন বিষয়ে আন্দোলনও উপস্থিত করেন। এক হিসাবে এই সভা শাসক ও শাসিতের মধ্যে যোগসূত্র ছিল। ইহার সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত থাকিয়া রাজেন্দ্রলাল এই যোগসূত্র রক্ষায় বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। যখনই দেশবাসীর স্বার্থ বিপন্ন হইয়াছে বা হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখনই রাজেন্দ্রলাল কখন সভার সভ্যরূপে, কখন বা সভার পক্ষ হইতে প্রতীকারার্থ অগ্রণী হইয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল চারি বৎসর এই সভার সহ-সভাপতি (১৮৭৮-৮০, ১৮৮৭-৮৮, ১৮৯০-৯১) এবং চারি বৎসর সভাপতি (১৮৮১-৮২, ১৮৮৩-৮৪, ১৮৮৬-৮৭, ১৮৮৯-৯০) ছিলেন। সভার চতুর্বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে তিনি এইরূপ উক্তি করেন :—

...The position of the Association was that of a Vigilance Committee watching the action of the Government towards the people and serving as the mouth-piece of the people by representing their wants, wishes and feelings to Government, and this was by no means a pleasant one.

রাজেন্দ্রলাল স্বকর্ত্তব্য সাধনে কখনও পরাঙ্‌মুখ হন নাই। রাজনীতিতে তিনি ধীরপন্থী ছিলেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে, ধীরভাবে যুক্তি প্রমাণ সহযোগে নিজ দাবী পেশ করিলে তাহা কখনও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হয় না। তিনি ঐ বক্তৃতাতেই বলেন :—

...At the same time the only proper course for the Association was to follow that which it had hitherto followed—that straight course of duty, which required it to serve as the interpreter of the people to Government and

of Government to the people, and this it should do with the sole object of securing good Government without any fear of consequences, or any sinister view of favours. It should always, invariably, and on all fitting occasions say its say modestly, respectfully, and constitutionally, but at the same time firmly and unflinchingly. It can justify its existence solely by so doing, and will well deserve to be abolished when it failed to do so. Some obloquy, some misrepresentation, some abuse it must be prepared to withstand, idle impatience and official arrogance will always denounce it as meddlesome and obstructive, but there was always a sufficient number of men in high places who were willing to consult the wishes, wants and feelings of the people, and from such men the Association is sure to have its due for its honesty, straightforwardness and disinterested devotion to duty. and what was true of the Association collectively was equally true of the members individually. They could often serve their own ends—obtain situations for themselves or their relatives, favours and smiles from men in power, honours and rewards from high quarters, by adopting the policy of *apkawaste* and *johakam*, but by subscribing for the sake of a radiant smile or hearty shake of the hand to every thing they hear from men in power without reference to the peculiar exigencies and condition of the people of this country, they will betray the interests of their fellow-men, forfeit the respect of the good. deprive themselves of the approbation of their conscience, and in every way render themselves unworthy of the position they hold in society.

সপ্তত্রিংশৎ বার্ষিক সভাতেও সভাপতিরূপে তিনি বলেন :—

> Fight ; to the last of your resources fight, and when I use the word I mean fight constitutionally, loyally and faithfully with the single object of improving the Empire of Her benign Majesty the Queen under whom we live, and that is the only way by which you can secure success. Bear in mind another thing and that is to be prudent and cautious. Never use any thing in your arguments or methods which may be construed into disloyalty, or opposition to the interests of the Government.

রাজেন্দ্রলাল সর্ব্ব-ভারতীয় ঐক্য কায়মনে কামনা করিতেন। রাজনীতিক সুবিধালাভের পক্ষে যে ইহা একান্ত আবশ্যক, তাহাও তিনি পঞ্চবিংশতি বার্ষিক অধিবেশনে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কর্ম্মীদের পক্ষে সততা যে অত্যাবশ্যক, তাহাও তিনি এই সঙ্গে বলিয়াছেন। তিনি বলেন :—

It was of all others the most vital requirement for political greatness ; and next to it was honesty of purpose. No political Association would prosper whose members did not identify their interests with those of their countrymen. Self would be subordinated to the community and the good of the community should be the good of the individual. Those, who sought their own individual interests only, were not good citizens. They were as bad as Bazaine who sold a part of the patrimony of one of the noblest nations on the face of the earth to serve his own object. They should be denounced as enemies of the community. They could never help the amelioration of their country's

cause. The speaker was sorry that he was led to allude to them, but he felt strongly that it was the want of unity and honesty of purpose which stood in the way of their success, and those who wished for the good of their country should be the first to secure those requirements.

কংগ্রেস

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বেই শাসক জাতির নিকট হইতে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের আশায় রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু হইয়াছিল। কিন্তু এই সব খণ্ড প্রচেষ্টা মিলিত রূপ ধারণ করে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কাল হইতে। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলিকাতার টাউন-হলে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭-৩০ ডিসেম্বর তারিখে। ইহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন—ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশ্যনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রনীতির সঙ্গেও যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছিলেন; এই সময় তিনি ছিলেন ইহার সভাপতি। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি-রূপে তিনি প্রথম দিনের অধিবেশনে কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> In the name of the citizens of Calcutta I beg to tender you our most cordial greetings....It has been the dream of my life that the scattered units of my race may some day coalesce and come together; that instead of living merely as individuals, we may some day so combine as to be able to live as a nation. In

this meeting, I behold the commencement of such coalescence....I behold in this Congress the dawn of a better and a happier day for India....The most important of them is the reconstitution of the Legislative Councils I look upon them as the corner stone of all the topics of political condition....Let your speakers speak moderately; let your schemes be moderate.*

মৃত্যু

২৬ জুলাই ১৮৯১ তারিখে রাজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে, পরবর্ত্তী ৫ই আগস্ট তারিখের অধিবেশনে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি শোক প্রকাশ করেন। এই সভায় সভাপতি ক্রফ্‌ট (A. W. Croft) বলেন :—

It is with great regret that I have to make to the Society the formal announcement of the death of one of its most distinguished members, Raja Rajendralala Mitra. It is not only within the walls of this Society, or even in Bengal, that his loss will be deplored: it will be felt throughout Europe; for wherever learning is cultivated, there the name of Rajendralala Mitra is held in honour. His connection with this Society, extending over nearly half a century, was of a quite exceptional character. Entering it, when a young man, as Assistant Secretary and

* *Speeches by Raja Rajendralala Mitra, L. L. D., C. I. E.* Ed. by Raj Jogeshur Mitter. Pp. 192-201.

Librarian, his commanding abilities and untiring industry soon brought him into prominence ; and while we may congratulate ourselves that it was this Society which first gave him the opportunity of satisfying his inexhaustible craving for knowledge, we must gratefully admit that he has amply repaid the debt by the contributions that he has made to Oriental learning and by the lustre that his name and attainments have shed upon the Society, of which he was one of the most distinguished in the long roll of Presidents.

উপসংহার

মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র উনবিংশ শতাব্দীর একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত পুস্তক ও পত্রিকা এবং সমসাময়িক সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে নিঃসংশয়ে ইহা জানা যায় যে, তিনি শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারী মাত্র ছিলেন না, এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেকালের পণ্ডিত-সমাজের প্রায় প্রত্যেকেই কোন-না-কোন বিষয়ে তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে কোন উল্লেখযোগ্য পুস্তক তিনি প্রকাশ করিয়া যান নাই, 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' ও 'রহস্য-সন্দর্ভে'র পৃষ্ঠাতেই তাঁহার বহু অমূল্য রচনা এখন পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছে, আজিকার দিনে সেই নামহীন লেখাগুলি নিঃসংশয়ে একত্র করিবার উপায় নাই। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলা-সাহিত্যে সুষ্ঠু সমালোচনার ধারা তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল বলিয়াই

এ কাজে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে তাঁহার প্রতি বিপুল শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে তাহা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণীয়। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা ... তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম।
>
> এ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারো নহে।
>
> মাণিকতলার বাগানে যেখানে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস ছিল সেখানে আমি যখন তখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। আমি সকালে যাইতাম—দেখিতাম তিনি লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত আছেন। অল্প-বয়সের অবিবেচনা বশতই অসংকোচে আমি তাঁহার কাজের ব্যাঘাত করিতাম। কিন্তু সে জন্য তাঁহাকে মুহূর্ত্তকালও অপ্রসন্ন দেখি নাই। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি কাজ রাখিয়া দিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিতেন। সকলেই জানেন তিনি কানে কম শুনিতেন। এই জন্য পারৎপক্ষে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিতেন না। কোনো একটা বড়ো প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিবার জন্যই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম আর কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এত বেশী করিয়া ভাবিবার জিনিস পাই নাই। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতাম। বোধ করি তখনকার কালের পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনসমিতির তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁহার কাছে যেসব বই পাঠানো হইত তিনি সেগুলি পেন্সিলের দাগ দিয়া নোট করিয়া পড়িতেন। এক

একদিন সেইরূপ কোনো একটা বই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বাংলা-ভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা কহিতেন, তাহাতে আমি বিস্তর উপকার পাইতাম। এমন অল্প বিষয় ছিল যে-সম্বন্ধে তিনি ভালো করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন এবং যাহা-কিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন।...

কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান গৌরব নহে। তাঁহার মূর্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত। আমার মতো অর্বাচীনকেও তিনি কিছুমাত্র অবজ্ঞা না করিয়া ভারি একটি দাক্ষিণ্যের সহিত আমার সঙ্গে বড়ো বড়ো বিষয়ে আলাপ করিতেন—অথচ তেজস্বিতায় তখনকার দিনে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। এমন কি, আমি তাঁহার কাছ হইতে "যমের কুকুর" নামে একটি প্রবন্ধ আদায় করিয়া ভারতীতে ছাপাইতে পারিয়াছিলাম; তখনকার কালের আর কোনো যশস্বী লেখকের প্রতি এমন করিয়া উৎপাত করিতে সাহসও করি নাই এবং এতটা প্রশ্রয় পাইবার আশাও করিতে পারিতাম না। অথচ যোদ্ধৃবেশে তাঁহার রুদ্রমূর্তি বিপৎজনক ছিল। ম্যুনিসিপাল সভায় সেনেটসভায় তাঁহার প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। তখনকার দিনে কৃষ্ণদাস পাল ছিলেন কৌশলী, আর রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্যবান্। বড়ো বড়ো মল্লের সঙ্গেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে কখনো তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই ও কখনো তিনি পরাভূত হইতে জানিতেন না। এশিয়াটিক সোসাইটি সভার গ্রন্থপ্রকাশ ও পুরাতত্ত্ব আলোচনা ব্যাপারে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে তিনি কাজে খাটাইতেন। আমার মনে আছে এই উপলক্ষ্যে তখনকার কালের মহত্ত্ববিদ্বেষী ঈর্ষাপরায়ণ অনেকেই বলিত যে, পণ্ডিতেরাই কাজ করে ও তাহার যশের ফল মিত্র মহাশয় ফাঁকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। আজিও এরূপ দৃষ্টান্ত কখনো কখনো দেখা যায় যে, যে-ব্যক্তি যন্ত্রমাত্র ক্রমশ তাহার মনে হইতে থাকে আমিই

বুঝি কৃতী, আর যন্ত্রটি বুঝি অনাবশ্যক শোভামাত্র। কলম বেচারার যদি চেতনা থাকিত তবে লিখিতে লিখিতে নিশ্চয় কোন্ একদিন সে মনে করিয়া বসিত—লেখার সমস্ত কাজটাই করি আমি, অথচ আমার মুখেই কেবল কালী পড়ে আর লেখকের খ্যাতিই উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বাংলা দেশের এই একজন অসামান্য মনস্বীপুরুষ মৃত্যুর পরে দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেষ কোনো সম্মান লাভ করেন নাই। ইহার একটা কারণ ইঁহার মৃত্যুর অনতিকালের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু ঘটে—সেই শোকেই রাজেন্দ্রলালের বিয়োগ-বেদনা দেশের চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাহার আর একটা কারণ, বাংলা ভাষায় তাঁহার কীর্তির পরিমাণ তেমন অধিক ছিল না, এই জন্য দেশের সর্বসাধারণের হৃদয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকের প্রামাণিক জীবনী ও কীর্ত্তিকথা

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।৹, কেবল * চিহ্নিত ৫খানি পুস্তক ।৹

*১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামকমল ভট্টাচার্য্য, ৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৬। রামরাম বসু, ৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, ৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ৯। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১১। তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, ১৫। উইলিয়ম কেরী, *১৬। রামমোহন রায়, ১৭। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার, *১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২০। রাধাকান্ত দেব, ২১। দীনবন্ধু মিত্র, *২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ২৫। বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৬। শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার, রামচন্দ্র মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮। স্বর্ণকুমারী দেবী, ২৯। মীর মশার্‌রফ হোসেন, ৩০। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি, ৩১। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫। হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ), ৩৬। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩৭। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ৩৯। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ন, ৪০। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৪১। নবীনচন্দ্র সেন (যন্ত্রস্থ)।